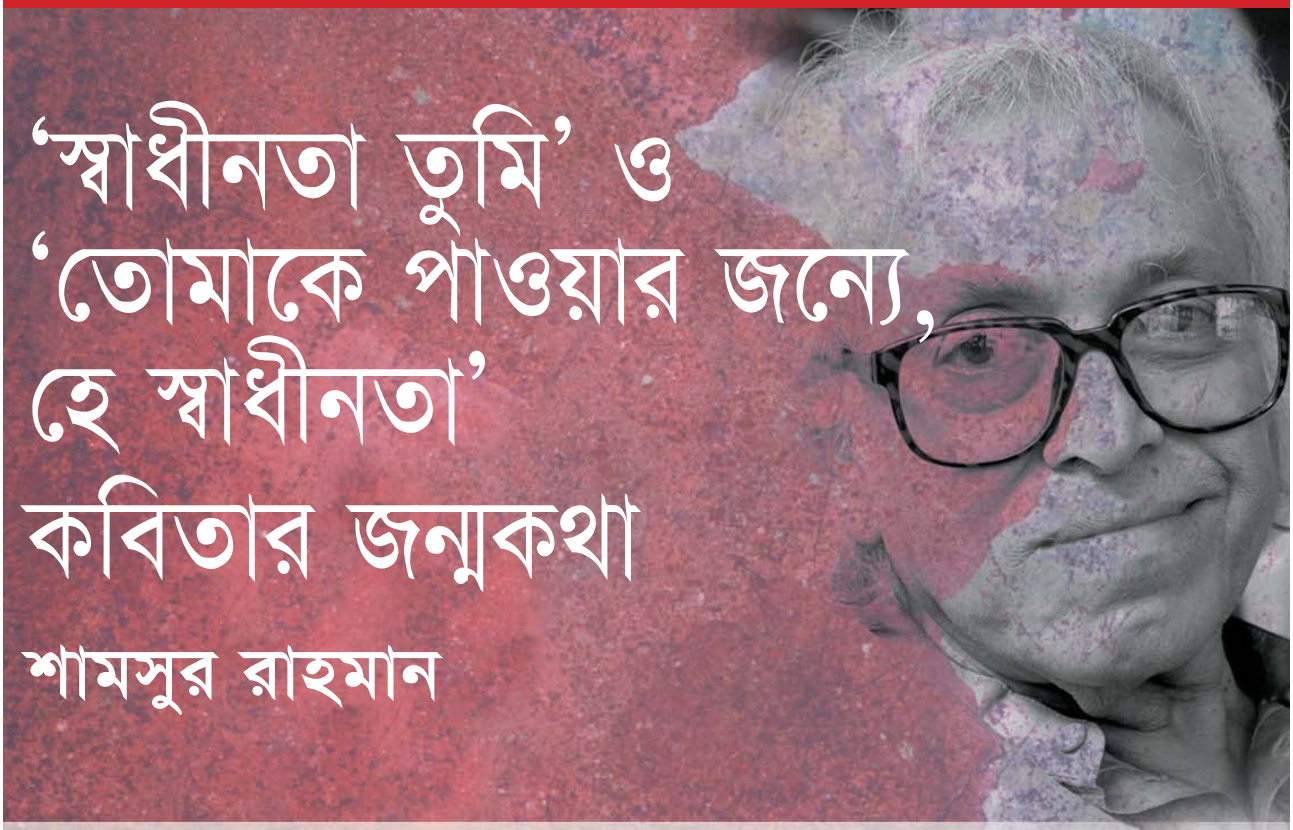

‘স্বাধীনতা তুমি’ ও ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কবিতার জন্মকথা

শামসুর রাহমান

সমালোচকগণ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা মনে করেন শামসুর রাহমানের ‘স্বাধীনতা তুমি’ ও ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কবিতা দুটিকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অপরিমেয় প্রেরণাদানকারী এই কবিতা দুটি রচনার পটভূমি লিখেছেন কবি নিজেই....

পঁচিশে মার্চের হত্যাযজ্ঞের পর নিরাপদ আশ্রয়ের লোভে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম এক গন্ডগ্রামে। নরসিংদীর পাড়াতলীর আলুঘাটায়, ওটি আমাদের নিজেদের গ্রাম। যুদ্ধে যেতে চাইলাম, মা কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন, আমাদের ছেড়ে যাবি? আর যাওয়া হলো না। সারাক্ষণ স্বাধীন বাংলা বেতার, বিবিসি এবং আকাশবাণী শোনা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

এপ্রিল মাসের ৭/৮ তারিখ দুপুরের কিছুক্ষণ আগে বসেছিলাম আমাদের পুকুরের কিনারে গাছতলায়। বাতাস আদর বুলিয়ে দিচ্ছিল আমার শরীরে। পুকুরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরী সাঁতার কাটছিল মহানন্দে। হঠাৎ আমার মনে কী যেন বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো খেলে গেল। সম্ভবত একেই বলে প্রেরণা। কবিতা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি চটজলদি আমার চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে একটি কাঠপেন্সিল এবং কিছু কাগজ নিলাম। পুকুরঘাটে বসেই খাতায় কাঠপেন্সিল দিয়ে শব্দের চাষ শুরু করলাম। প্রায় আধা ঘন্টা বা তার কিছু বেশি সময়ে পর পর লিখে ফেললাম দুটি কবিতা ‘স্বাধীনতা তুমি’ এবং ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’।

এর ৫/৬ মাস পর কবিতা দুটি প্রথম ছাপা হয় কলকাতার পত্রিকায়। তবে এর আগেই ঢাকার গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে কবিতা দুটি পৌঁছে গিয়েছিল সীমান্তের ওপারে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে। এর পর স্বাধীনতার আগেই কবিতা দুটি ঢাকার পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছিল।

যুবক ফোন
জনগণের ফোন